অমৃত বাজার পত্রিকা

৩য় ভাগ { ২৪ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১২৭৭ সাল । ৮ডিসেম্বর খৃঃঅব্দ } ৪৩ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

২৪ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, বাবু অনুকুল মুখোপাধ্যায় ও পল সাহেব হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন । এক জন এ দেশীয়, আর এক জন অর্ম্মেণীয় । দুই জনই অতি উপযুক্ত ব্যক্তি এবং কি দেশীয় কি ইউরোপীয় সকলই ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন । বাবু অন্নদা প্রসাদ সিনিয়ার প্লিডার হইলেন । লডমেও যদি এই রূপে রাজ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তবে তিনি সত্বর দেখিবেন যে প্রজা পুঞ্জ তাহার সকল দোষ বিস্মৃত হইবে এবং আপামর সাধারন সকলেই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে ।

ইউরোপীয় যুদ্ধে পীড়িত ও আহত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে কলিকাতায় একটী চান্দা তুলা হইতেছে । অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহাতে যোগ দিয়াছেন । আমরা ভরসা করি দয়াদ্র চিত্ত ব্যক্তি মাত্রে সাধ্যানুসারে সাহায্য প্রদান করিবেন । এদেশীয় অধিকাংশ লোকই ফারাসী দিগের সপক্ষ, সুতরাং আমরা ভরসা করি তাহারা আরো আগ্রহের সহিত ইহাতে যোগ দিবেন ।

বিগ্রহ উপস্থিত হইয়া ফরাসিরা যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছেন এরূপ কখন পৃথিবীর কোন জাতিকে করিতে দেখা যায় নাই । প্রায় যদৃচ্ছা ক্রমে তাহারা এক্ষণ বেলুন চালাইতে শিখিয়াছেন । সম্প্রতি তাহারা এক বিস্ময়কর উপায়ে প্রতি কপত বাহক দ্বারা ত্রিশ হাজার পত্র বাহির হইতে প্যারিশ নগর মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন । একটী পায়রায় ত্রিশ হাজার পত্র লইয়া যাইতেছে শুনিলে হঠাৎ অসম্ভাবনীয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতই এরূপ ঘটনা হইতেছে । ফটোগ্রাফী দ্বারা এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে । ফটোগ্রাফী দ্বারা এক খানি বৃহৎ পত্রের সমুদায় কথা গুলি সূচাগ্র পরিমাণ স্থানে অঙ্কিত করা যাইতে পারে । এই রূপে হাজার হাজার পত্রের মর্ম্ম এক খানি ক্ষুদ্র কাগজে উঠান হইতেছে এবং কপতবাহক ঐ কাগজ খানি পারিসে লইয়া গেলে এক রূপ গ্লাসের সাহায্যে পত্র গুলি পৃথক পৃথক করিয়া লিখিয়া সকলকে বিতরণ করা হয় ।

জাহানাবাদ হইতে আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ— "এবৎসর জাহানাবাদ মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে গত বৎসর অপেক্ষা সংক্রামক জ্বরের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে । গ্রামের চতুর্দ্দিকে মানবগণের হাহাকার ব্যতিরেকে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না । কুকুর শৃগাল প্রভৃতি শোণিত প্রিয় জন্তুগণের অত্যাচারে সুস্থ ব্যক্তিদিগেরও গৃহের বাহির হওয়া ভার; প্রতি দিন শত শত লোক কৃতান্তের করালকবলে পতিত হইতেছে । রোগ ও মরণের বিরাম নাই । যে গৃহস্থের ১৫ জন পরিবার ছিল, এক্ষণে তাহারা ৫জন থাকাও সন্দেহ । যাহারা এপর্য্যন্ত জীবিত আছে, তাহাদিগের অবস্থাও মৃতব্যক্তি গণের-অপেক্ষা কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট নহে । তাহারা মৃতদিগের ন্যায় একবারে নিষ্কৃতি লাভ না করিয়া নিরন্তর দুঃসহ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । গ্রামস্থ বৃক্ষের গলিত পত্র, বহুকালের অপরিষ্কৃত পুষ্করণির দূষিত বায়ু, পরিষ্কৃত জলাভাব, গ্রামের অনতিদূরে গবাদির নিকাশ স্থান, ও শ্মশান ভুমি প্রভৃতি নানা কারণে এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিমান শমনের আবির্ভাব হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট যেমন স্থানে স্থানে সুচিকিৎসক প্রেরণ দ্বারা পীড়িতগণের বিশিষ্ট সাহায্য করিতেছেন, তেমনি উপরিউক্ত স্থানসমুহের লোকদিগের প্রতিও কৃপাদৃষ্টি না করিলে তাহাদের উপায়ান্তর নাই ।,,

১৮৬৯ অব্দের বাঙ্গালার শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠে জানা গেল যে, ঐ অব্দে মফস্বলে ১৪০৫২৮টী মকর্দ্দামা রুজু হইয়া ছিল । এক বৎসরের মধ্যে এত মকর্দ্দমা হইতে কখন শুনা যায় নাই । স্মল কজকোর্টেও ২২৩ টী মকর্দ্দামা বেশী হইয়া ছিল । অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা মলতবি মকর্দ্দামার সংখ্যা কম অর্থাৎ মোট ১৮৫ টী । কম সময়ের মধ্যে মকর্দ্দামা সকল নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, ষ্টাম্পের শুল্ক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং রাজ বিচার সংক্রান্ত ব্যয় কম পড়িয়াছে । খতি মকর্দ্দামার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ শতকরা ৭০টী । হাই কোর্টের আপিলের সংখ্যা ৩৮৯০টী মাত্র অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৯০টী কম, এবং উক্ত কোর্টে সোত্তর শত আট চল্লিশটী মকর্দ্দামা বৎসরের শেষে মলতবি ছিল । স্ত্রী পরিত্যাগের মকর্দ্দামা ৯টী হইয়া ছিল । মাজিষ্ট্রেট দিগের কর্ত্তৃক ৭৬০৭৪ টী ফৌজদারি মকর্দ্দামা বিচারিত হয় । ইহাতে ১২৫৭২১ জন ব্যক্তি লিপ্ত থাকে । তন্মধ্যে ৫৪৩০ জন খালাস পায় অথাৎ শতকরা ৫৮।। আশামি শাজা প্রাপ্ত ও দায়রায় সোপর্দ্দ হয়, এবং ৪১।। জন মুক্তি লাভ করে । সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২২-৭৫১ জন কারারুদ্ধ, ৪২১২১ জনকে জরিমানা এবং ৩০৯ জনকে বেত মারা হয়, শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৫৬ টি বালক । বাঙ্গালার ৫৬ টী জেলার মধ্যে মোটে ২৩ জন অনারারি মাজিষ্ট্রেট । ইহারা ১৮১০টী মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন । জজ কোর্ট কর্ত্তৃক ৯০জন ব্যক্তিকে ফাঁশির হুকুম, ২৬ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরেরে আদেশ এবং ২২৭৪ জনকে কারাবাসের আজ্ঞা দেওয়া হয় । হাইকোর্ট ২১৫ জনকে শাজা ও ৮০ জনকে, ছাড়িয়া দেন এবং ৫ জনের উপর মৃত্যুর আদেশ করেন ।

বোম্বাই অঞ্চলে একটি তামাসার বিবাহ হইয়া গিয়াছে । বিধ জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তিনি এক নুতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন । বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা এই ধর্ম্মের প্রধানঅঙ্গ । তাহার এক জন ব্রাহ্মণ চাকর থাকে । উহাকে তিনি নূতন ধর্ম্মে আনার অনেক চেষ্টা করেন । অবশেষে সে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নুতন মত গ্রহণ করে এবং এক জন বিধবাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় । ব্রাহ্মণ অত্যন্ত হৃষ্ট পুষ্ট চিত্তে ব্রাহ্মণীর নিকট এই কথা বলেন এবং তাহার চাকরের নিমিত্ত গ্রাম হইতে একটি বিধবা জুঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন । ব্রাহ্মণী গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, তিনি অমুক বিধবার সহিত সমুদয় বন্দবস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অত্যন্ত হিন্দু, সুতরাং বিবাহ গোপনে দিতে হইবে । বিবাহের দিন স্থির হইল । বর ছানলা তলায় আসিয়া উপস্থিত এবং কিছু ক্ষণ পরে কন্যাও অবগুণ্ঠিত হইয়া উপস্থিত হইলেন । ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ করিলেন । বিবাহ সমাপ্ত হইলে সভা ভঙ্গ হইল এবং গ্রাম ময় রাষ্ট হইল যে অমুক ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হইয়াছে । ব্রাহ্মণ সানন্দে বাড়ি ফিরিয়া আইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীকে দেখিলেন না । ভাবিলেন যে তাহার চাকরের বাটিতে বিবাহের আমোদ আহ্লাদ ভোগ করিতেছে । নিশি প্রভাত হইল এবং ব্রাহ্মণের মাথায়েও বজ্র পড়িল । গতরাত্রে যে বিধবা বিবাহ তিনি দিয়াছিলেন সে আরকেহ নহে, সে তাহার নিজ ব্রাহ্মণী । চাকরের সহিত তাহার সহধর্ম্মিণীর অনেক দিন হইতে প্রসক্তি ছিল এবং তাহার প্রচারিত ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সে তাহার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিল । এদিকে যে বিধবা ব্রাহ্মণীকে তিনি বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া রটনা করিয়াছিলেন, তাহার পিতা তাহার নামে অপবাদের দাবি দিয়া নালিশ করিল এবং ব্রাহ্মণও তাহার স্ত্রীকে ফাকি দিয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া চাকরের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন । যে মামলাতদারের বিচারাধীন এই মকর্দ্দমা দ্বয় আইসে, তিনি এই নূতন ধর্ম্মাবলম্বী । অপবাদের মকর্দ্দমা তিনি নামঞ্জুর করিলেন । ব্রাহ্মণ যে নালিশ করেন, তাহা এইরূপে নিষ্পত্তি হইল । চাকর বলিল যে তাহার মনিব যখন বিবাহ সংক্রান্ত উপদেশ দেন তখন শুদ্ধ বিধবা বিবাহ নহে, সধবা বিবাহও শাস্ত্রসিদ্ধ এরূপ শিক্ষা দেন এবং প্রমাণ স্থলে বেদের কয়েক স্থান সে দেখাইয়া দিল ! মামলাতদার নিজেও একজন বেদজ্ঞ, এবং আসামী সুন্দর রূপে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছে বলিয়া তাহাকে খালাস দিলেন ।

কেশব বাবুর ইণ্ডিয়ান রিফরম সভা।

গত ২রা নবেম্বর তারিখে একটী সভার প্রস্তাব হয় ও ২৮ তারিখে উহার বাবু মুরারি ধর সেনের বাটীতে অধিবেশন হয়। সভাটী কেশব বাবুর যত্নে সংস্থাপিত ও উহাতে জষ্টিস কিয়ার প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ গণ উপস্থিত থাকেন। শুনিতে পাই যখন কেশব বাবু বিলাতে যান তখন সেখানকার অনেক ভদ্র লোক তাহাকে এই রূপ একটী সভার সংস্থাপন নিমিত্ত অনুরোধ করেন এবং ইহার নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করিতে তাহারা প্রতিশ্রুত হন। কেশব বাবু সেই আশায় আশ্বাসিত হইয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য ৫টী (১) স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধন, (২) ব্যবসায়ী লোক দিগকে জ্ঞান শিক্ষা (৩) সুলভ সাহিত্য প্রচার। (৪) সুরাপান ও মাদক নিবারণ। (৫) দুঃখী দিগকে সাহায্য প্রদান। ইহার উদ্দেশ্য কটী মহৎ তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু সভা মাত্রেরই আর যে দোষ থাকুক উদ্দেশ্য গুলি চিরকাল মহৎ থাকিয়া থাকে। আমরা দেখিতেছি কেশব বাবু যত দূর বঁধিয়া লইয়াছেন ইহাতে কোন উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ রূপে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের বোধ হয় নিম্নের দুই টী লক্ষণ রাখিলে ভাল হয়। সুরাপান ও মাদক নিবারণ যে কি করিয়া করা যায় তাহা আমরা জানি না। প্যারি বাবু ইহার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন, নিজ হইতে অনেক অর্থও ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই॥ সম্ভবতঃ তাঁহার কর্ত্তৃক কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। যখন দেশের মধ্যে পাপ প্রবেশ করিতে থাকে তখন দুর্ব্বল বাধা দিলে পাপের বেগ আরও বৃদ্ধি হয়। প্যারি বাবু যখন প্রথম কায়মনো বাক্যে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে প্রবর্ত্ত হন তখন কিছু কৃতকার্য্য হন বটে, কিন্তু তাহার পরেই মদ্যপান দ্বিগুণতর বেগে প্রচলিত হইয়া উঠে, যদি কেশব বাবু মদ্যের শুল্ক যাহাতে বৃদ্ধি পায় এরূপ করিতে পারেন, তবে আর কিছু না হউক, দরিদ্র ব্যক্তি দিগকে মদ ছাড়াইতে পারেন। স্ত্রী জাতির উন্নতির সাধন অতি মহৎ উদ্দেশ্য তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা উচ্চৈস্বরে বলি যে তাহারা পূর্ব্বে উত্তম চিন্তা করিয়া যেন ইহাতে প্রবর্ত্ত হন। কিসে স্ত্রী লোকের প্রকৃত উন্নতি হয় ও সমাজে স্ত্রী জাতির কি পদ তাহা অদ্যাপি সাব্যস্ত হয় নাই। পৃথিবী সমেত লোক ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অনেক কাল অবধি যত্নশীল হইয়াছেন কিন্তু কেহই ইহার প্রকৃত পথ অদ্যাপি বাহির করিতে পারেন নাই। আমাদিগের দেশের পুরুষের অবস্থা এই, সেখানে স্ত্রী লোকের অবস্থা কত হীন তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। ফ্রান্স ও আমেরিকায় স্ত্রী লোকের অত্যন্ত প্রভুত্ব, কিন্তু এই প্রভুত্বের সঙ্গে২ আর কয়েকটি দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের স্ত্রী জাতির মধ্যে এক্ষণ সেগুলি নাই সুতরাং তাহা দিগকে অনুকরণ করিতে গেলে তাহাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদয় দোষ গুলি আসিয়া পড়িবে। আমাদের একথা বিশেষ করিয়া বলার তাৎপর্য্য এই যে, কতক গুলি সরল ও নির্ব্বোধ ব্রাহ্মেরা কয়েকটি নিরর্থক কি বহ্বর্থক শব্দের পাশ্চাৎ বেড়াইতেছেন। ব্যবসায়ী দিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে প্রবর্ত্ত হইলে তাহা দিগের উপকার ব্যতীত অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এইটী না হয় যে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া তাহারা নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকুরির অন্বেষণে প্রবর্ত্ত হয়। ব্যবসায়সকলের মধ্যে পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে একটীর উন্নতি হইলে আর সকলটির উন্নতি হয়। দ্রব্যাদির কাটতি অনুসারে টান হইয়া থাকে। ব্যবসায়েরও সেই রূপ। ইংলণ্ডে সম্প্রতি কুম্ভকারেরা যে চাকের দ্বারা অল্প ব্যয় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুত করিতেছে, সেই চাক এতদ্দেশে প্রচলিত করিতে হইলে সূত্রধর কর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ী দিগেরও উন্নতি আপনি আপনি হইবে। যদি একটী বাষ্পীয় যন্ত্র এদেশে প্রচলিত হয়, তবে যে ব্যবসায়ে যন্ত্রটী ব্যবহৃত হয় শুদ্ধ তাহারই উন্নতি সাধন হয় এরূপ নয়। ফল ব্যবসায়ী দিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মানে যদি "জীবন চরিত,, ভূগোল, প্রভৃতি পড়ান বুঝায় তবে ইহার দ্বারা কোন অনিষ্ট না হউক উপকার হইবে না, আমরা ব্যবসায়ী দিগকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ এই বুঝি যে যাহাতে তাহাদের ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া শিখে অতি উত্তম। ইহাও আমরা বুঝি যে লেখা পড়া না শিখিলে কোন কোন ব্যবসায়ের উন্নতি করা যায় না ও উপযুক্ত লেখা পড়া শিখিলে সকল ব্যবসায়ের কিছু কিছু উপকার হয়। আমাদের এ সমুদয় বলার উদ্দেশ্য এই যে লেখা পড়া আনুসঙ্গিক ব্যতীত প্রধান সংকল্প না হয়। ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা অনেক উত্তম শিল্প অস্ত্র ও সুলভ অথচ পরমোপকারী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এগুলি এদেশীয় ব্যবসায়ী দিগের মধ্যে প্রচলিত করিলে তাহা দিগের প্রকৃত উপকার করা হইবে। আমাদের দেশের লোকেরা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কার্য্যের সামঞ্জস্য কিরূপে হয় তাহা জানেনা। এটি শিক্ষা দিলে তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে। ব্যবসায়ীদিগের প্রকৃত উপকার করিবার উদ্দেশ্য যদি সভার থাকে, তবে সভার কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের ইহার প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে। ইংরাজেরা এখানে আসিয়া আমাদিগের কোন কোন ব্যবসায় নষ্ট করিয়াছেন এবং কি কি করিলে আমাদের দেশীয় ব্যবসায় সমুদয় আবার পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কথা বলিতে বাকি রহিল।

প্রজার স্বত্ব।

এদেশের রাজায় প্রজায় ক্রমে মতভেদ ও কতক মনান্তর হইতেছে। এটী হইবার অনেক গুলি কারণ আছে। ফল যে কারণই থাকুক এটী দেখিয়া কাহারো ক্ষুণ্ন কি ভীত হওয়ার কারণ নাই। ইংরাজেরা এখানে আজ একশত বৎসরের অধিক কাল রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল এখানে শান্তি বিরাজ করিতেছে। ইংরাজ রাজ শাসন প্রভাবে এখানে বাণিজ্য ব্যবসায় দিন দিন অপ্রতিহত ভাবে প্রস্ফুটিত হইতেছে, এসমুদয় ভরতবর্ষের সমাজে ক্রমে জীবন প্রদান করিতেছে। ইংরাজেরা শুদ্ধ সুশাসন এদেশে প্রচলিত করেন নাই, সেই সঙ্গে জ্ঞান চর্চ্চা ও প্রচার করিয়াছেন। ভারত ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। এবং ইংরাজ দিগের এই সমুদায় শুভানুষ্ঠানের ফল অল্প কাল মধ্যে এখানে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের জন সমাজ, আমাদের মানসিক বৃত্তি স্পৃহা সমুদয় পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইংরাজেরা প্রথমে এখানে আসিয়া যে বাঙ্গালি দিগের উপর আধিপত্য করেন, এক্ষণ আর সে বাঙ্গালি নাই; সুতরাং সেকালের রাজশাসন প্রণালী এক্ষণ আমাদের উপযোগী হইতে পারে না। আমরা যদি ইংরাজ শাসন প্রণালীর কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতে বলি, তবে সে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই। অনেক অদূরদর্শী ইংরাজেরা আমাদিগকে এই নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাশূন্য মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন, এ আমাদের দোষ না, তাহারা এদেশে যে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়াছেন, এটি তাহারই ফল। তাহারা আমাদের এই রূপ স্পৃহা প্রভৃতি দেখিয়া বিরক্ত হন, কিন্তু আমরা ইংরাজ রাজ শাসন সম্বন্ধে যত নির্ভয়ে কথা বলিতে শিখিব ততই তাহাদের সুরাজ্যের শুভ কর ফলের পরিচয় প্রদর্শন করিবে। তাহারা এই নিমিত্ত যত অসন্তুষ্ট হইবেন, ঈশ্বর স্বর্গ হইতে তাহাদের মস্তকে তত পুষ্প বর্ষণ করিবেন। যত দিন প্রজা অজ্ঞ থাকে, নিজের স্বার্থ নিজে না রক্ষা করিতে পারে, তত দিন রাজার অখণ্ড প্রতাপ থাকে, কিন্তু প্রজারা যত উন্নতাবস্থাপন্ন হয়, তত রাজা এক একটী করিয়া সকল ভার প্রজার হাতে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক

অর্পণ করেন। আমরা এত কাল ইংরাজ দিগের রাজ শাসনে কোন কথা বলি নাই, কারণ আমরা বলিতে শিখিয় ছিলাম না, এক্ষণ আমরা কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সুতরাং আমাদের রাজ্যের কোন কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হইয়াছে। এটী স্বল্প ব্রিটিশ রাজ্য হইতেছে না। এটী পৃথিবীর সকল উন্নত রাজ্য হইয়াছে এবং এটী যেখানে হইয়াছে, সেই রাজ্য পরিণামে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, হইয়াছে। ফল যদিও এটী নিতান্ত শুভকর তথাচ যখন প্রজারা কিছু উন্নত হইয়া রাজ্যের ভার রাজার হাত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছে, তখনই রাজা ও রাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাহার বাধা জন্মাইয়াছেন। রাজাদের মনে বিশ্বাস তাহারা দেব জাতীয়। প্রজার উপর আধিপত্য করার স্বত্ব তাহাদের ঈশ্বর দত্ত। তাহারা সহসা নর লোকের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতে চান না। যাহা হউক রাজায় প্রজায় যখন রাজ্যের ভার লইয়া বিবাদ হয়, তখনই প্রজারা অনেক স্থলে কিছু অগ্রসর হয়। এটী রাজার নিবারণ করার সাধ্য নাই এবং রাজা যত বাধা দিতে থাকেন, প্রজারা তত অগ্রসর করিতে থাকে। সুবোধ রাজা এই নিমিত্ত সময়ের লক্ষণানুসারে কাজ করেন।

ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজারা অনেক বিষয়ে শাসন প্রণালীকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করে না। ইনকম ট্যাকস সম্বন্ধীয় অত্যাচার কথক লাঘব হইলেও প্রজারা উহার অনেক অপরাধ সম্ভবতঃ মার্জ্জনা করিত, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভাবিতেছেন যে প্রজারা এক্ষণ যে রূপ বলবান হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহাতে এক বিন্দু মাত্র তাহাদের নিকট পরাস্ত হইলে আর তাহাদিগকে ক্ষান্ত রাখা যাইবে না। গবর্ণমেণ্টের এ বিবেচনাটী মন্দ নয়, কিন্তু প্রজার স্বত্ব স্বাভাবিক, তাহাদের প্রার্থনা আজ না হউক কল্য গ্রাহ্য করিতে হইবে। ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজারা এখন পদে পদে আপনাদিগের স্বার্থ লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। এতকাল তাহারা ইণ্ডীয়ান গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেন অগত্যা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইত, এক্ষণ তাহারা গবরনর জেনারেলের মতামত লইয়া নির্ভয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখানে কিছু না হইলে ষ্টেট সেক্রেটরি পর্য্যন্ত আপীল এবং তিনি অগ্রাহ্য করিলে তাহার উপর পর্য্যন্ত আপীল করিতে সাহসী হইয়াছে এবং ইহা দেখিয়া কেন না আশা করিতে পারেন যে, অচিরাৎ ইহারা রাজা শাসনে ক্রমে প্রবিষ্ট হইবে? লর্ড মেও ও ডিউক অব আরগাইল যদি মনে করেন যে তাহাদের শাসনে প্রজাদিগের এগতি নিবারণ করিতে পারিবে, তবে তাহারা নিশ্চিতই অপরিণামদর্শী রাজ নীতিজ্ঞ।

MR STEPHEN'S LAW AND SPEECH—The law is passed! And Mr Stephen has immortalized his name. History shall never forget him as it has not forgot Sir Metcalfe. The latter as we accidently found that day, has got a place in Maunder's Biographical Treasury because he confered a great boon on the natives, and Mr Stephen may find a place in the later edition of the same book. Mr Stephen, however, very strongly protests against this view of his Law and assures the public that they need not fear, that it will not take away the liberty of speech and the Native Press has unnecessarily alarmed them. However pleasing this assurance, we are yet very painfully aware of the many exaggerated, illogical, and colored statements, which Mr Stephen was pleased to make in his speech. A just cause requires no lame arguments to support it, and prepared as we were, we must confess, we felt astonished at the arguments used by the moving spirit of our Law-making machine. The first proposition that he confidently puts forth is that our Penal Code plus his sedition Law would only equal the English Law in its provisions against state offences. Let us see, how far this is a fact. Even if this were true, Mr Stephen ought to have proved first of all that (1) English Law on this head was well adapted to that country and (2) what law is good for England is also good for India. The English law of treason and sedition may be fairly considered as comprised in the following: the five classes of treasonable acts as defined by 25 Edward III c 2, the unrepealed provisions of 36 Geo III. c. 7, the offence called "misprison of treason," those known as "high misdemeanours," and finally the recent enactments 11 and 12 Vict c. 12. Now after the speech of Mr Stephen, we have carefully gone through the above, but have failed to discover in any of the foregoing statuary or traditional laws a provision in effect the same with the enactment that a man who spreads disaffection to Government is guilty of treason or felony or even misdemeanour. The utmost stringency of the Act of Edward III amounts to this, that proofs by overt acts of the encompassing or imagining the death of the Sovereign will establish the guilt of treason. It is clear that the safety of a person was all that was contemplated in this old law. The Act 36 Geo III c. 7. and what was called "misprison of treason" and "high misdemeanors" aim at the same object. The latest enactment, we mean 11 and 12 Vict. c. 12 too only gives more precise definations of the provisions with some additions providing against the use of force or violence to the High Officials of Government. Where is the provision then which brands an expression of honest opinion which tends to spread disaffection to Government, nay, where is the provision to punish even those who attempt to excite disaffection? If viewed with a proper regard to previleges and rights of the people, these attempts may be regarded only as so many obstructions thrown in the way of the encroachments of Government. Jealous as the English nation is of the Majesty of the sovereign and law, furtherest were it from its mind to slight the rights of the subjects. It was wisely provided that the person of the sovereign should be protected, and Mr Stephen from that precedent enacts that nothing which tends to spread disaffection to Government should be written or spoken. Use of force, threats to use force or conspiring to use force against the Government should be the main thing to provide against for the safety of the State. The English Law has made these provisions, but equally stringent, if not more stringent, provisions for the above offences are found in sections 121 to 124 as well sections 141 and 505 of the Indian Penal Code. We are really unable, therefore, to understand Mr Stephen's censures as to the completeness of the Code. The enactment as to conspiring treason inserted in the new law seems also equally superfluous. If sections 121 and 107 are read together, traitorous conspirators would seem clearly to come within their joint scope.

The next point to which we shall allude today is the question of intention. The public objected that to punish intention is absurd, and Mr Stephen replied that the question of intention runs through the whole of the Penal Code

If honorable men go to such lengths to defend a favorite, we must not be blamed if one look upon that favorite with a suspicious eye. It is true, that the Penal Code like any other criminal code makes intention the essence of all crime but is there a single case in which the Code does not clearly define an offence to consist in some manifest, unequivocal and tangible acts and circimstances? The Code in fact is so precise as not to have left undefined such simple terms as "honesty," "voluntarily" &c. &c. Mr Stephen, then, intends to punish intentions, or in other words, fools who cannot keep their own counsels. "It never occured to Mr Stephen that people with a black heart are very careful of their expressions, it never occured to him that a rectitude of purpose makes people more rash; that a foe is polite and a friend uncompromising. It never occured to him that people with an intention to spread disaffection so as to make it effective would never resort to Newspapers of public places to say out their say and the consequence of his law, if strictly and vigorously administered, would be the escape of the guilty and the punishment of the innocent. In conclusion, we might very aptly apply the remarks of the Parliament of Henry IV upon the treason statute of Richard II to Mr Stephen's law. The recital of the statute of Henry IV runs thus:- "That no man knew how he ought to behave himself to do, speak, or say for doubt of such pains of treason and therefore it was accorded that in no time to come any treason be judged otherwise than was ordained by the statute of King Edward III"

প্রজার পক্ষে কে কথা বলে?

কথক গুলি লোক জমিদার দিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুঃখী প্রজা গণের প্রতি এরূপ অন্যায়াচরণ করেন যে তাহাদের দ্বারা দেশের উপকার না হইয়া অপকার অধিক হইতেছে। জমিদারদের উপকার অধিকাংশ কল্পনাতে পর্য্যবসিত হইবে, কিন্তু প্রজাদের যে অনিষ্ট হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ ও বর্ত্তমান। ঐ সকল লোক প্রজাদের অবস্থা অত্যন্ত সুখকর, নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ বলিয়া বর্ণনা করায় গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে তাহাতে নির্ভর করেন, এবং দেশের আভ্যান্তরিক দুরবস্থা, প্রজাদের কষ্ট ও অভাব, এবং জমিদারদের অত্যাচার এসমস্ত তাহাদের অগোচর থাকে। কোন কোন বিভ্রান্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীও সময়ে সময়ে অলীক অমূলক ও অজ্ঞতা মূলক রিপোর্ট আদি প্রচার করিয়া এই অভাব মোচন বিষয়ে আরও প্রতিকুলতা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক পল্লিগ্রামের শিক্ষিত যুবকেরা যদি তত্তৎ স্থানের প্রকৃত অবস্থা সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই সমস্ত অনিষ্ট পাতের কারণ অনেক হ্রাস হয়। এখনও পল্লিগ্রামের প্রকৃত ইতি হাস আমাদের রাজ পুরুষদের সুগোচর হয় নাই। যদি শিক্ষিত নিরপেক্ষ যুবকেরা সেই ভার স্ব স্ব কর্ত্তব্য বোধে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষারও প্রকৃত ফল হয় এবং স্বদেশেরও মঙ্গল হয়। রাজ পুরুষেরা উপরদর্শী এবং অভ্যন্তর দর্শন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, সম্বাদ পত্র সম্পাদকেরাও অধিকাংশ সহরের লোক এবং অধিকাংশই সহর হইতে প্রকাশিত হয়, এমত অবস্থায় উপরিউক্ত উপায় ভিন্ন পল্লীগ্রামের অবস্থা প্রচার হইবার অন্য পথ নাই।

সম্প্রতি হিন্দু পেট্রিয়াট সম্পাদক পল্লীগ্রামের উপজীবিকা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাবে এই স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, পল্লী গ্রামস্থ লোক দিগের আহার সম্বন্ধে কোন কষ্টই নাই এবং তাহারা সুখে আছে। তিনি এক জন ইংরাজ মহা পুরুষের বাক্যকে বেদ মন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই অলীক মত প্রচার করিয়াছেন। উক্ত ইংরাজ (ডাক্তার বেডফোড) বলেন যে, পল্লীগ্রামের লোকেরা পরম সুখে ভোজন করে, তাহাদের কোন কষ্ট নাই। সেই পরম সুখ কি রূপ তাহাও তিনি বলিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবারের গড়ে পাঁচ জন করিয়া লোক ও মাসে ৫ টাকাকরিয়া আয় ধরিলে দেখা যায় প্রতি পরিবার ৪টাকায় অন্ন পান সম্পাদন করে এবং এক টাকা প্রতি মাসে সঞ্চিত হয়। ডাক্তার পরম দয়াবান, আবার এক টাকা সঞ্চয়ও করিতে দিয়াছেন। আহার সম্বন্ধে এক তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি মৎস্য মাংস দুগ্ধ এবং অন্ন ব্যাঞ্জনাদি আহার করিয়া থাকে। ইহারা আবার কুলী। যদি ইহাদের প্রত্যেকের চারি আনা করিয়া রোজ ধরা যায় তাহা হইলে মাসিক ৭৷৷ আয় হইয়া থাকে। যদি ঐ কুলীদিগের স্ত্রী পুত্র না থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তাহারা পরম সুখে ভোজন করে! কিন্তু যদি অন্য তিন চারিটী পরিজনের ভরণ পোষণ করিতে হয়, তবে সাত টাকায় সুখে ভোজন হয় না। একজন লোকের অন্ন বস্ত্র যে রূপ ব্যয় হইতে পারে, তাহা আমর নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

চাউল ৩০ সের	১৷৷
ডাউল অন্তত	।০
তরকারি	।০
লবন তৈল	।০
মৎস্য	।০
কাষ্ট	।৵
কাপড় গড়ে	৶
ধোপা নাপিত	৵০
গৃহ গড়ে	৵০
	৩।০

আমরা গ্রাম বাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি যে অত্যন্ত দুঃখের অবস্থায় থাকিলেও মাসে ৩ টাকার ন্যূনে কখনই চলে না। পল্লিগ্রামে একজন ভৃত্য রাখিতে হইলে যদি মোট ফুরাণ করা যায়, সে বেতন ছাড়া আহারের জন্যে আড়াই ও অত্যন্ত কসাকসি করিলে দুই টাকার কমে স্বীকার করে না। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ৫ জন পরিবার সংযুক্ত পরিজন ১৫ টাকার ন্যূনে কখনই সামান্য অবস্থায় চলেনা॥ বেডফোড সাহেব ১৮৪৭ খৃঃ কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা অদ্যকার বাজারে হাস্যকর ব্যতীত কিছুই বোধ হয় না। দশবৎসর পুর্ব্বে আমরাই দেখিয়াছি, দ্রব্যাদির যেরূপ মূল্য ছিল এখন তাহার দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ হইয়াছে। সুতরাং তখন একটাকায় একজন লোকের চলিত বলিয়া এখন সেকথা যুক্তিমধ্যে আনা কর্ত্তব্য নহে। আমরা পুর্ব্বে যে তালিকা দিলাম তাহা দর্শনে বোধ হইবে যে কেবল প্রাণ রক্ষার জন্য মাসে ৩৷৷০ ব্যয় ব্যতীত চলে না॥ একত্র চারি পাচ জন থাকিলে কিছু ব্যয় অল্প হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতেও আট বা দশটাকা নিশ্চয়ই লাগিয়া থাকে পল্লী গ্রামের ইতর জাতীয়েরা কেহ প্রতি মাসে ৪ টাকা, ক্বচিৎ কেহ তাহার দ্বিগুণ আয় করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের এক এক জনের চারি পাচটি করিয়া পরিজন; তাহাতে তাহারা কখনই সুখে থাকে না। আমরা দেখিয়াছি তাহারা অন্ন ও শাকাদি অধিক দিন ভক্ষণ করে। ডাউল মৎস্য প্রভৃতি সুখাসব্য বস্তু সপ্তাহে এক দিন, বাহুল্য কল্পে দুই দিন ভক্ষণ করিতে পায়। তাহাদের অধিকংশই একখানী করিয়া গৃহ থাকে। তন্মধ্যে পাচ ছয় জন ব্যক্তি বাস ও শয়ন করে। তাহাদের বস্ত্র জানুর নিম্নে প্রায় দেখা যায় না, স্ত্রী লোকদের কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ ও প্রশস্ত হইয়া থাকে, তাহাদের সন্তানগণ প্রায় দশ এগার বৎসর পর্য্যন্ত উলঙ্গ থাকে। পুজার সময় একখান নীল রঙ্গের বস্ত্র পাইলে মহাহর্ষে মগ্ন হয়। বস্ত্র প্রায় নিজ গৃহে খার ও সাজিমাটি দিয়া পরিস্কার করিয়া থাকে। শয্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটী মাদুর বা চেটা ব্যতীত আর বড় সম্বল থাকে না এবং নেকড়ার এক আদটা বালিশ বা কাঁথাও দেখা যায়। শীত কালে ঐ কাঁথা লেপের কার্য্য করে। তোষক বা লেপ অথবা ভাল তুলার বালিশ বোধ হয় কোন কৃষকের বা ইতর জাতির নাই। প্রকৃতি দেবী অত্যন্ত দয়াবতী বলিয়াই তাহারা বৌদ্র জল হিমে বাস করিয়াও সুস্থ থাকে। ঈশ্বর সকলেরই অবস্থা মত নিয়ম করিয়া দেন। কৃষকেরা যে উপযুক্ত অন্ন বস্ত্র পায় না তাহা কেহই অস্বীকার করিতে সাহস করিবেনা, কিন্তু এই

অনুপযোগী আহারের ফল বর্ত্তমান সংক্রামক পীড়া কি না তাহা চিকিৎসা তত্ত্ববিৎগণ অনুসন্ধান করুন, আমরা ইহা দেখিতেছি যে অর্থাভাব প্রযুক্ত ইতর লোকেরা ঔষধ সেবন করিতে পায় না সুতরাং পীড়াও শান্তি হয় না। আমাদের সহযোগী যে প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদিগকে সুখী বলিয়াছেন, যদি এক বার স্বয়ং নাগর্য্য আসন পরিত্যাগ করিয়া কোন পল্লীতে আসিয়া তত্ত্বাবধান করেন, আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য তাহার হৃদ্বোধ হইবে।

হিন্দু সমাজ॥

স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা লইয়া যে রূপ কেহ২ মহা ব্যস্ত হইয়াছেন, সত্যের অনুরোধে হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এদেশীয় কতক গুলি লোকের এই রূপ মত দাঁড়াইতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি।

হিন্দু সমাজাবদ্ধ হইয়া থাকিলে যে অনেক উপকার আছে, তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। হিন্দু সমাজে না থাকায় যে কতক অনিষ্ট হয়, তাহাও লোকে স্বীকার করিবেন। স্ত্রী, জননী, ও আত্মীয় স্বজনের রোদন, আত্মীয়ের মধ্যে মর্ম্মান্তিক কলহ, হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিলে যে উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যে, উক্ত সমাজের উপর আর আধিপত্য থাকে না, সুতরাং উহার উন্নতির প্রধান পথ যে রোধ হইয়া যায়, তাহাও সহজে বুঝা যায়। এ সমাজ আমরা পরিত্যাগ কেন করি ? সত্যের অনুরোধে ? যদি সত্যের অনুরোধে হয়, তবে কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু হিন্দু সমাজে থাকিতে চাই কি ? অখাদ্য না খাওয়া, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা ও ভিন্ন শ্রেণীর সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া। এক্ষণকার সমাজে এতও চাই না। অখাদ্য গোপন ভাবে খাইলে চলে, ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করিলেও চলে।

অবশ্য সত্যের অনুরোধ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কিন্তু সত্যটী নির্ণয় করা বড় কঠিন। যখন ইউরোপে মেথডিজম ধর্ম্মের প্রারম্ভ হয়, তখন তাহারা তথাকার সমাজ ব্যতি ব্যস্ত করিয়া দেয়। তাহাদের মত এই যে, ঈশ্বর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, ও ঈশ্বরোপসনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য। এই দুইটি সর্ব্ববাদী সম্মত মত লইয়া তাহারা ক্রমে২ এত দূর বাড়াবাড়ী করিল যে, লোক অস্থির হইয়া গেল। স্বামী শয়ন করিতে গিয়া শুনেন যে, স্ত্রী দুই ক্রোশ দূরে গির্জ্জা ঘরে গিয়াছে। তিরস্কার করিলে উত্তর এই যে, ঈশ্বর স্বামী অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু, ঈশ্বর সেবা স্বামী সেবা অপেক্ষাও প্রধান কর্ম্ম। স্ত্রী পুত্র ক্ষুধায় মর মর, স্বামী গির্জ্জায় উপাসনা করিতেছেন। তাহার দোষ কি ? তিনি তাহার সর্ব্ব প্রধান কর্ম্ম করিতেছেন। এক্ষণ আমরা জিজ্ঞাসা করি এই স্ত্রী ও স্বামী দোষী না নির্দ্দোষী।

জাতি বিচার অন্যায়, অতএব ইহা না মানা কর্ত্তব্য, কিন্তু উহা না মানিলে নিজের স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা বন্ধু, বান্ধবের যাবদিক কষ্ট এমত স্থলে কি করিতে হইবে। সদাশয় দয়াদ্র চিত্ত দেশ হিতৈষী ধার্ম্মিক যুবা পুরুষ বলিবেন, আপনি কষ্ট পাই পাব, স্ত্রী পুত্রে কষ্ট পায় পাউক, জাতি বিচার মন্দ অতএব উহা দূরীকৃত করিতে যাহা প্রয়োজন সব করিব। কিন্তু আস্তে, অত উষ্ণ হবেন না। জাতি বিচার মন্দ কে বলিল ? সেটা কি ঠিক সাব্যস্ত করা হইয়াছে ? জাতি বিচার কি রূপে প্রথমে হইল, তাহা জানা হইয়াছে ? কেন এ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা জানিয়াছ ? জাতি বিচার ক্রমে ক্রমে উঠাইবার পন্থা যে আমাদের সমাজেই আছে তাহা কি জান ? যেন জাতি বিচার অন্যায় ইহা সাব্যস্ত হইল। তবে আমাদের দেশে আর একটি ইহা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় দেখাইয়া দিতেছি। ইংরেজেরা ভিন্ন দেশী, তাহারা আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন, এটি ভারি গর্হিত কর্ম্ম। এটি যাহাতে যাইয়া এদেশে সাধারণ তন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। তাহা যদি হইল, তবে এরূপ অন্যায় কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয়। কলেক্টরিতে খাজনা দিও না, আদালতে মকদ্দমা করিও না, মহারাণীর নামাঙ্কিত মুদ্রা ব্যবহার করিও না। ইহাতে তোমার কষ্ট হইবে, সংসারে থাকা দুষ্কর হইবে, তাহা হউক। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন অবশ্যই করিতে হইবে। শুদ্ধ ইহা করিলে চলিবে না, ওহাবী দিগের ন্যায় জেহাদ প্রচার করিয়া বেড়াও, বন্দুক ধর, যুদ্ধ কর, ইংরাজ দিগকে তাড়াইয়া দাও ! পারিয়া উঠিবা না ? তাহাতে কি ? তোমার কর্ত্তব্য সাধন তুমি কর। ইংরাজগণকে তাড়াইতে অরাজকতা হইবে, দেশ উচ্ছিন্ন যাইবে, তাহাতেই বা তোমার কি ? ফল দেখিবার অধিকার তোমার নাই, তাহা ঈশ্বর দেখিবেন।

অনেক সদাশয় ব্যক্তির এই একটি ভুল হয়। অবস্থা বিশেষে যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের তারতম্য হয়, তাহা তাহাদের দেখা উচিত। বলপ্রদ সামগ্রী খাওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এরূপ অবস্থা আছে যে, তখন বলপ্রদ সামগ্রী খাইলে মৃত্যু হয়। শরীরের উপরে মাংস বৃদ্ধি হইয়াছে, সেটী ছেদন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক সময় উহা ছেদন করিতে গেলে সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বিয়োগ হয়। হিন্দু সমাজ ধরিয়া এক্ষণ টান দাও, উহা উপড়াইতে পারিবা না, আর যদি একেবারে উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও, তবু তাহার স্থানে কি সন্নিবেশিত করিবে, তাহার সাব্যস্ত আগে করা উচিত।

যুদ্ধ সংক্রান্ত টেলিগ্রাম॥

—২৯শে নবেম্বর প্রাতে ১॥ ঘণ্টার সময় —প্রিন্স ফ্রেডরিক প্রকাশ করিয়াছেন যে মণ্টারজি ও পিথিবিয়ারসের মধ্য স্থলে এক দল ফরাসি দশম কর্পস সৈন্য আক্রমণ করে॥ তাহারা স্বস্থান রক্ষা করে ও কয়েক শত ফরাসী বন্দীকৃত করিয়াছে॥ জারমান দিগের হাজার মনুষ্য নষ্ট হইয়াছে। —৩০ প্রাতে ৩। ঘণ্টা॥ ফরাসীরা বলিতেছে যে মণ্টারজি ও পিথিবিয়ারসের মধ্য স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে জারমেনেরা হারিয়া গিয়াছে ও তাহাদের বিস্তর লোক হত হইয়াছে॥ ফরাসীরা অনেক জারমান সৈন্য বন্দী করে ও একটি কামান ও তাহাদের হস্ত গত হইয়াছে ঐ তারিখ ১২॥ ঘণ্টা। ফন্টেনেবলা হইয়া পারিস গমনোদ্দেশে ফরাসীরা ভারসেলিস আক্রমণ করে। যুদ্ধের পর লোয়াবের সৈন্য পিছুইয়া আইসে॥ সোমবার রাত্রে পারিসের নানা স্থান হইতে ফারাসী সৈন্য বহির্গত হয় কিন্তু তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়॥ ষোল শত ফরাসী বন্দী হয়। জারমান দিগের দুই শত সৈন্য নষ্ট হয়॥ ৩০শে নবেম্বর প্রাতে ৪ ঘণ্টা॥ অরলিন্সের নিকট প্রতি মুহূর্ত্তে একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা। শুক্র ও শনিবারে মনটারজি হইতে চেটডন যাইবার কালে কয়েক স্থানে যুদ্ধ হয়॥ দক্ষিণ দিকে অধিক সংখ্য ফরাসী দেখিয়া জারম্যানেরা ফারাসী দিগের বাম দিকে আক্রমণ করে, কিন্তু নবিলি, আরখেনে ও ব্রু নামক স্থান হইতে হটিয়া যায়॥ ফরাসীরা অরলিনসে প্রত্যাগমন করিতেছে॥ সম্ভবতঃ চেটডন শত্রু হস্ত গত হইবে॥ আমিয়েনের নিকট আবার যুদ্ধ হইয়াছে॥ ফরাসীরা জয়ী হইয়াছে বলিতেছে॥—পহেলা ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫ ঘনটার ৪০ মিনিট॥ মঙ্গলবারে পারিস হইতে আবার সৈন্য বহির্গত হয়॥ ফরাসীরা চই ও এপিলে নামক দুই স্থান অধিকার করিয়াছে॥ বুধবার দুই প্রহরের সময় জেনারল ডাকরট মার্ণ নদি পার হইয়াছে॥ স্যাম্পিনী, বারিসুর মার্ণে ও বিলিয়ারসারমার্ণে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে॥ বুধবারে পারিসের বাহিরে ফরাসীরা স্বস্ব স্থান রক্ষা করিয়াছিল॥ অদ্যাও যুদ্ধের নাগাড় মিটে নাই॥ বারসেলিস ৩০ শে নবেম্বর দুই প্রহর একটা॥ সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে সোমবারে লোয়াবের সৈন্য যুদ্ধ করে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়াছে। এক হাজার ফারাসী হত ও সতর শত জন বন্দী হইয়াছে।—বারসেলিস পয়লা ডিসেম্বরে সন্ধ্যার সময়। লোয়াবের সৈন্য অদ্য একটী যুদ্ধ করে॥ ফারাসীদিগের পক্ষে ৭ হাজার লোক মরিয়াছে॥ তাহারা বিশৃংখল হইয়া হটিয়া গিয়াছে॥ পারিসের উত্তর ও উত্তর পুর্ব্ব দিকে একটী বৃহৎ যুদ্ধ হইয়া ছিল॥ সমস্ত মঙ্গল বারে ভয়ানক কামান ধ্বনি হয়॥—টুঁরস দোসরা ডিসেম্বর॥ লোয়াবের সৈন্য সবেগে সম্মুখে ধাবিত হইয়াছে॥ জেনারল চালজি কার্ম্মি (?) হইতে বাম দিকে আক্রমণ করেন॥ পাঁচ ঘনটা যুদ্ধের পর প্রসিয়ানরা ফারাসীদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছে ও নয়লি ও চট ক্যাম্বুতে হটিয়া গিয়াছে।—৩ রা ডিসেম্বর লণ্ডন॥ ফারাসীরা বলিতেছে যে সোমবারে জেনারল ডাকরটের অধীন যে দেড় লক্ষ লোক ফনটেনেবলা মুখ যাইবার নিমিত্ত পারিস হইতে বহির্গত হয়, তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে॥ ইহারা লোয়াবের সৈন্যের সহিত যোগ দিবার সংকল্প করিতেছে। এই কৃতকার্য্যতার বিষয় জারমেনেরা স্বীকার করিতেছে কিন্তু তাহারা বলিতেছে, ফরাসীদের তেমন কিছু সুবিধা হয় নাই॥ ফরাসীরা বলিতেছে যে লোয়াবের সৈন্যের সম্মুখ হইতে প্রিন্স ফ্রেডরিক চারলস হটিয়া যাইতেছেন ! লণ্ডন দোসরা ডিসেম্বর। ভারসেলিস হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বুধবারে জেনারেল ডাকরট যে সৈন্যের সহিত বাহির হন, তাহা কৃতকার্য্য হয় নাই। ফারাসীদিগের পক্ষে অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে। জারমান দিগের অতি কম লোকই নষ্ট হইয়াছে। মৃত দেহ গোর দিবার জন্য কয়েক ঘনটা যুদ্ধ স্থগিত থাকে। শুক্রবারে পারিসের পুর্ব্ব দিকে একটী বৃহৎ যুদ্ধ হইয়া ছিল। জারমেনেরা আক্রমণ করে ও পারিসের বাহিরে ফারাসীরা এ যাবৎ যে সকল স্থান অধিকার করিয়া ছিল, সে সকল স্থান তাহারা পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছে॥ উভয় পক্ষেই বিস্তর লোক মরিয়াছে।

সংবাদ।

—হাই কোর্টের আটর্নি গুডল সাহেবের মকর্দ্দামার চুড়ান্ত বিচার হইয়াছে॥ ইনি ভূপালের বেগমের কলিকাতাস্থ এজেন্ট ছিলেন॥ অল্প মূল্যের একটী নি-

ক্ষের বাড়ী তিনি প্রায় পনর হাজার টাকা দিয়া বেগমকে কিনিয়া দেন ॥ এজুয়াচুরির দরুন তাহাকে কেবল দুই বৎসর স্থগিত করা হইয়াছে ॥

—আগামী দশই ডিসেম্বর হইতে ব্রিণ্ডিসি হইয়া ইংলণ্ডে যে সকল পত্র যাইবে, তাহার মাশুল প্রতি আউন্স আট আনার বেশী দিতে হইবে না ॥

—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লোক সংখ্যা ২৯৫৮৮৬৩১ গত সেপ্টেম্বরে তথায় ৪:০৩০ মাত্র লোক মরিয়াছিল ॥ ৬৯ অব্দের ঐ মাসে ৪৭৯৬৫ লোকের মৃত্যু হয় ॥ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না হওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা এত কম হইয়াছে ॥

—কমট লুই নেপোলিয়ান বর্ত্তমান যুদ্ধের একটী বিবরণ লিখিয়াছেন ॥ টেলিগ্রাফ নামক ইংরেজী পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে ॥

—ফরাসিরা সম্প্রতি দুটী ভয়ানক যুদ্ধাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ইহার একটী এরূপ ভয়ানক যে তাহারা ইহা যুদ্ধে ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন ॥ এই অস্ত্রে অগ্নি প্রয়োগ করিলে বৃহৎ২ বোমা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে ও সম্মুখের অনেকটা স্থান এরূপ এক অগ্নি কর্ত্তৃক আবৃত হয় যে তাহা নির্ব্বাণ করা যায় না ॥

—মৌলবী সোয়েদ সা আলী নামক এক জন মুসলমান মোরাদাবাদে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন ॥ চারি মাসের মধ্যে তিনি একাদশটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন ॥ ইহার মধ্যে একটি স্ত্রী নরম্যাল স্কুল ইহাতে ৮ জন যুবতী শিক্ষা করিতেছেন ॥ তিনি আরো বাইশটি স্কুল স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, গবর্ণমেনট সাহায্য পাইলেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন ॥

—প্রস্তাবিত সায়েন্স এসোসিয়েসনের নিমিত্ত হাইকোর্টের প্লিডার বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত হাজার টাকা দান করিয়াছেন ॥

বঙ্গমতিলা এইটী প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

—"এক নাপিত, এক নেড়া, এবং এক বোকা একত্রিত হইয়া পথ চলিতেছিল, যাইতে২ এক অড্ডায় যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ এই স্থির হইল যে, দুই জন নিদ্রা যাইবে এবং এক জন জাগিয়া থাকিবে ॥ নাপিত প্রথমতঃ জাগ্রত রহিল ॥ বোকার মাথার চুল দেখিয়া নাপিত আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি ক্ষুর বাহির করিয়া বোকার মাথা কামাইয়া দিল ॥ পরে নাপিত স্বয়ং শয়ন করিবার অভিপ্রায়ে বোকাকে জাগাইল ॥ বোকা মাথায় হাত বুলাইয়া চুল নাই দেখিল, অমনি বলিয়া উঠিল ভাই নাপিত ॥ তোমার ভুল হইয়াছে, তুমি আমাকে মনে করিয়া নেড়াকে উঠাইয়াছ ॥"

আর একখানি সংবাদপত্র তাহার পাল্‌টা দিয়াছেনঃ-

—"এক গাঁজাখোর অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে গাঁজা না পাইয়া নিশীথ সময়ে কোন স্থানে এক গাঁজাখোরকে দেখিল, তাহার গলায় কেবল এক পুঁটলি গাজা বাধা ছিল, এবং সে নিদ্রিত ছিল ॥ তখন পূর্ব্বোক্ত গাজাখোর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আগুন চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ কোন স্থানে আগুন না পাইয়া ঐ নিদ্রিত গাজাখোরের গলা হইতে গাজার পুটলি লইয়া আপন গলায় বাধিয়া উহার নিকটে নিদ্রিত হইল ॥ প্রাতঃকালে ঐ গাজাখোর (যাহার গলায় পূর্ব্বে পুটলি ছিল) জাগিয়া আপন গলায় গাজার পুটলি না দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ঐ আমি, কি আমি ঐ ॥"

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, কোনাপুরের রাজা মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন ॥ ইনি ইংলণ্ড দেখিতে গিয়াছিলেন এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ফ্লোরেন্সে প্রাণ ত্যাগ করেন ॥ ইহার পূর্ব্বে কপূর্থলার রাজাও বিলাত পরিদর্শন করিতে গিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন ॥ উপর্য্যুপরি এই রূপ ঘটনা দেখিয়া সম্ভবতঃ অন্যান্য রাজারা আর ঝটিতি বিলাত গমন করিতেছেন না ॥

—গুজরাটের গুইকাবের হঠাৎ সর্দ্দি গরমিতে মৃত্যু হইয়াছে ॥ ইনি প্রজাবর্গের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন ॥ ইহার ভ্রাতা যাহাকে তিনি এযাবৎ কাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার গদিতে উপবেশন করিবেন ॥

—সারম্যান নামক সিন্ধু পূর্ত্ত বিভাগের এক জন কর্ম্মচারী কোন গুরুতর অপরাধে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে ॥

—পয়নিয়ার লিখিয়াছেন যে, কিছু দিন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের আরোহীদিগের জিনিস পত্রাদি চুরি যাইতেছে ॥ রেলওয়ে গার্ড দিগের কর্ত্তৃক যে এগুলি হয় তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ॥ সম্প্রতি এক জন দেশীয় ভদ্র লোকের ব্যাগ হইতে অনেক গুলি টাকা চুরি যায় ॥ তিনি গার্ডকে সন্দেহ করিয়া পুলিশে এজাহার দেন ॥ পুলিশের লোকেরা তাহার বাটী তল্লাস করিয়া অনেক গুলি গহনা ও অন্যান্য দামীয় জিনিস পাইয়াছে ॥ এক বৎসর হইল, কলিকাতার কমিসনার হগ সাহেবের এই রূপ কতক গুলি জিনিস চুরি যায় ॥ গার্ডকে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে ॥

—প্রয়াগ দূত বলেন, গত ২৯শে নবেম্বরে মাধো কেত্রি নামক এক বস্ত্র ব্যবসায়ী আমাদের যন্ত্রালয়ে আসিয়া ব্যক্ত করিল যে এলাহাবাদের তহসিলদার ইন্‌কম টাক্‌স আসেসর তাহার স্থানে ৪৯ টাকা টাক্‌স লইয়াছেন ॥ অথচ ঐ ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৩॥ ৪০০ টাকার বেশী হইবে না ॥

—"ঢাকা জেলার সুবিখ্যাত কুলীন কুমারী বিধুমুখীর মাতুল বাবু বরদা নাথ হালদার উক্ত বিধুমুখীর কলিকাতা মাতুল আগমনে সহায়তা করায় প্রতিপক্ষেরা তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কোন দল ঘাতকের দ্বারা সম্প্রতি তাঁহাকে এরূপ গুরুতর আঘাত করাইয়াছেন, যে ঐ প্রহারে তাঁহার মস্তক কাটিয়া জীবন সংশয় হইয়াছে ॥ ধর্ম্ম মতের বিভিন্নতাই এই বিপদের ঘটনার আমূল ॥ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভীম শাসন না থাকিলে এই মত ভেদ হেতুক কত রক্তপাত ও কত লোকের জীবন ক্ষয় হইত ॥"

—অবলা বান্ধব বলেন, "বিক্রম পুরস্থ ভাগ্যকুল নিবাসী বাবু জানকী নাথ রায় বলিয়াছেন, যদি কোন কুলিনের স্ত্রী অন্নাচ্ছাদন অভাবে স্বামীর প্রতি ভরণ পোষণ দাবিতে নালিশ করে তবে তাহাকে দুইশত টাকা দিবেন ॥"

—"চীনেরা মনে করে প্রত্যেক মনুষ্যের তিনটী আত্মা ॥ মৃত্যু পরে একটী বিচারার্থ ঈশ্বরের নিকট যায়, একটী মৃত দেহের সহিত কবরে যায় এবং একটী বাড়ীতে থাকে ॥ তাহারা বলে পরকাল ইহকালের অনুরূপ কেবল আধ্যাত্মিক মাত্র ॥ মৃত মনুষ্যেরাও আহার করে, তজ্জন্য স্ত্রীলোক দিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত কাগজ দগ্ধ করা হয় ॥ যাহাদিগের গোর না হয় তাহারা ভিখারি ভূত হয় ॥ তজ্জন্য এক জন ভিখারীর বাক্সকে কিছু দেওয়া হয় ॥ ইহাতে সমগ্র দেশে বৎসর২ তিন কোটী টাকা ব্যয় হয় ॥"

—বেজাইন যে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া মেটজ নগর শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ॥ ভারসেলসে ইহার এডিকং জেনারল বয়ারের সহিত কাউণ্ট বিসমার্কের কথোপকথন কহিতে শুনা গিয়াছিল ॥ ইহার পরেই কাউনট রাজার সহিত দেখা করেন ॥

—সার্ জন পিটার গ্রানট লর্ড নেপিয়ারের স্থানে মান্দ্রাজের গবর্ণর হইবেন ॥ মান্দ্রাজীরা সৌভাগ্যশালী বটে ॥

—লণ্ডন ইকোনমিস্ট নামক পত্রিকা স্থির করিয়াছেন যে, পারিশ নগরের মূল্য ৩ হাজার ৮ শত ৭০ কোটি টাকা, অর্থাৎ গৃহ অট্টালিকার মূল্য এক হাজার চোরান্ন শত পঁচিশ কোটি, আসবাব সমুদায়ের মূল্য ৭ শত ৭১ কোটি ৭৫ লক্ষ ও পণ্য দ্রব্যের মূল্য আনুমানিক শত টাকা ॥

—গাজীতে ইফেমস্ নামক এক জন ইংরাজ তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে ॥ প্রথম একথা সে অস্বীকার যায় এবং এক্ষণও সে অস্বীকার যাইতেছে, কিন্তু তাহার ৭ বৎসরের একটি সন্তান এই রূপ সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তাহার পিতা তাহার মাতাকে গুরুতর আঘাত করে ও তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে হত্যাকারী আপাততঃ গারদে আছে, সত্বর তাহার বিচার হইবে ॥

—এডভোকেট জেনারল কাউই সাহেব প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ইহার অনুপস্থিতি কালে গ্রেহাম সাহেব সুন্দর রূপ কার্য্য করেন। তিনি এক্ষণ পূর্ব্ব পদ অর্থাৎ ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেলের পদে নিয়োজিত হইলেন ॥

—ঢাকা নিউস বলেন যে মহিম চন্দ্র দাস্তর যাবজ্জীবন দ্বিপান্তরিত হইয়াছে ॥ এ ব্যক্তি ঢাকা অঞ্চলের এক দল ডাকাইতের সর্দ্দার ছিল ॥

—ঢাকা প্রকাশ বলেন, নোয়াবাদ পরগণার অন্তর্গত শ্রীমদ্দী প্রভৃতি স্থানের নীল সংক্রান্ত অত্যাচার নিবারণার্থ যে পুলিস নিযুক্ত আছেন, শুনিলাম সেই পুলিস সংপ্রতি রিপোর্ট করিয়াছেন—শ্রীমদ্দী, ফুল্লান পুর, ও মাছিম পুরে বলপূর্ব্বক নীল বাইন করাইবার নিমিত্ত কুঠীয়াল পক্ষীয় কয়েক জন প্রধান কর্ম্মচারী ও কথকগুলি লাঠীয়াল অস্ত্রসহ শ্রীমদ্দীতে গিয়াছিল ॥ সেখান হইতে লাঠীয়ালেরা নানা দিকে প্রেরিত হইয়াছে ॥ কথক লাঠীয়াল নৌকা যোগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ॥ কর্ম্মচারীরা প্রথমতঃ প্রজাদিগকে কুঠীতে তলব দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজারা সেই তলবে কুঠীতে গমন না করিয়া কুঠিয়ালগণ তাহাদিগের প্রতি যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়াছেন ॥ কারণ নীল বাইনের কাল উপস্থিত এখন বাইনের কার্য্য শীঘ্র সমাহিত না হইলে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা ॥ প্রজারা যখন নীল বাইন করিতে অনিচ্ছুক, তখন কুঠিয়ালেরা বল পূর্ব্বক তাহাদিগকে দিয়া নীল বাইন করাইতে চাহিলে যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই অতএব আশু কোন সদুপায় করা হয় এই প্রার্থনা ॥"

—সোমপ্রকাশ বলেন, উপনগরের পুলিসের অযোগ্যতা আর এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ॥ গড়পার গ্রামের প্রায় ৮০০ ঘরের রক্ষার নিমিত্ত দুই জন মাত্র চৌকিদার আছে ॥ ইহারা কোন প্রকার নাম জানে না, জানাও অসম্ভব ॥ কারণ দুই মাসান্তে চৌকিদার বদল হয় ॥ দিনের বেলা খুন হইলেও পুলিসের দেখিবার যো নাই ॥ রাত্রিকালে চৌকিদার এক একবার "বাড়ীওয়ালা হো" বলিয়া সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আপনি নিদ্রাগত থাকে ॥ ইহার ফল স্বরূপ সর্ব্বদা চুরি হইতেছে ॥ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে তিনটী বাটী সিঁদ হইয়া গিয়াছে ॥ পুলিস সংবাদ পাইয়া গৃহস্থদিগকে চোর ধরিয়া দিতে বলিলেন ॥ একখানি দোকান হইতে প্রায় এক সপ্তাহ অবধি দ্রব্য চুরি যাইতেছে ॥ পাহারাওয়ালারা কিছুই করিতে পারিতেছে না ॥ উক্ত নগরের পুলিসের ভার কলিকাতার কমিসনারের হস্ত হইতে লওয়া কর্ত্তব্য এই পুলিস অপেক্ষা মফস্বলের পুলিস অনেকাংশে ভাল ॥"

অবৈধ ব্যবহার।

মহাশয়॥

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৬৪। ২৬৫। ২৬৬। ২৬৭ ধারাতে ওজন ও পরিমাণ সম্বন্ধীয় প্রতারণার দণ্ড নিরূপণ করা হইয়াছে। আমরা সচরাচর ওজন ও পরিমাণ সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রতারণা প্রত্যক্ষ করিয়া ও তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ না দেখিয়া দুঃখিত আছি॥ দণ্ডবিধি যে ভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে, কার্য্য সেরূপে চলিলে অচিরেই সকল অত্যাচার তিরোহিত হইতে পারে॥ কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ও তদধীন কর্ম্মচারী দিগের ঔদাসীন্য ও ভীরুতাতেই সেই উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে॥ ঢাকায় একটি সাধারণ অনিষ্ট প্রদর্শনই আমার অদ্যকার উদ্দেশ্য॥

দণ্ডবিধির ২৬৬ ধারাতে লিখিত আছে "ওজন করিবার কোন যন্ত্র কিংবা কোন বাটখারা কি গজ কাঠাপালি প্রভৃতি অপ্রকৃত জানিয়াও যদি প্রতারণা ভাবে তাহা ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে কেহ রাখে॥ তবে সে এক বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবে, কিংবা তাহার অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে॥" কর্ত্তৃপক্ষ ভাল লোক দিয়া অনুসন্ধান করুন ঢাকার প্রত্যেক দোকানদারের নিকটই অপকৃত বাটখারা এবং কাটাদাড়ি (পালা) দেখিতে পাইবেন॥ এই অপকৃত বাটখারা কাটাপালার জন্য প্রায় সকলকেই সময়২ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় হাটে বাজারে যে সমস্ত জিনিস বিক্রী হয় প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই অপ্রকৃত বাটখারা ও পালি ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে॥

কুটিরা যে চাউল বিক্রী করে, তাহার প্রতারণা অতি আশ্চর্য্য॥ যত কেন সতর্ক হওয়া না যাউক, কোন মতেই তাহাদের প্রতারণা জাল হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না॥ যে চাউল ক্রয় করা হয় অন্যত্র ওজন করিলে তাহা নিশ্চয়ই কম পরিমাণ হয়, যদি কেহ ওজন সময়ে কোন বিশেষ আড়ম্বর করে তাহাকে কুটিদিগের কটু কথা শুনিতে হয়॥ না হয় কোন পুলিস কনেষ্টাবল মধ্যস্থ হইয়া তাহার একটা রফা করিয়া দেয়॥ এই অনিষ্ট নিবারণ জন্য যদি কেহ উদ্যোগী হন তবে তাহাকে নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট পতিত হইতে হয়॥ সুতরাং প্রায় কেহকেই এই সকল অনিষ্ট নিরসনে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না॥ অতএব আমরা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতেছি, তাহারা মনোযোগী হইয়া প্রত্যেক হাট বাজার ও দোকান গুলি অনুসন্ধান করুন, অচিরে অনিষ্ট বিদূরিত হইবে॥ অন্যথা এই অনিষ্ট আরো ভয়ানক হইবে সন্দেহ নাই॥

বিবিধ।

সম্প্রতি কয়েক "ব্রাহ্মিকা" কেশব বাবুকে একটা আড্রেস দেন, আড্রেস সমাপ্ত হইলে কেশব বাবু সকৃতজ্ঞ চিত্তে উহা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মিকা গণকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা বলিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তোমরা আপনাদিগকে দুঃখিনী ভগিনী কেন বল, আর তোমরা চাও কি, তাহাই খুলিয়া আমাকে বল, আমি যাহাতে তাহা তোমরা পাও প্রাণ পণে করিব।"

মহিলা ১। (মস্তক নত করিয়া) একথা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা বিড়ম্বনা মাত্র, আপনিই জানেন আমরা কি চাহি।

কেশব বাবু। স্বরূপ বলিতেছি কি করিলে তোমাদের প্রকৃত মঙ্গল হয়, আমি বুঝিতে পারি নাই। তোমরা চিন্তা করিয়া তোমাদের মনের ভাব বল দেখি।

মহিলা ২। মহাশয়, আমরা স্বাধীনতা চাহি।

কেশব। স্বাধীনতা কথার মানে এক এক জন এক রূপ বুঝেন, তোমরা স্বাধীনতা কাহাকে বলে খুলিয়া বল দেখি?

মহিলা ২। আপনি যাহা বুঝেন আমরাও তাহা বুঝি।

কেশব। তোমাদের নিজের মনের ভাব শুনিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আমি শুনিয়া পরে বিবেচনা করিব! তোমরা কি রূপ স্বাধীনতা চাও?

মহিলা ১। কেন, আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইব, যাহার সঙ্গে ইচ্ছা কথা বলিব, পুরুষেও যে রূপ করে ঠিক সেই রূপ করিব।

কেশব। এই কথা! বেশ, আমি বিধি দিলাম যাও তুমি এখনি এক ক্রোশ বেড়াইয়া আইস, আমরা কিছু বলিব না। যাও আর বিলম্ব করিও না।

মহিলা ১। তা বই কি, আমি একা যাবো কি করিয়া। ও মা আমার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় বেড়াইতে ভয় করে, তা আবার এক ক্রোশ দূরে যাবো।

কেশব। যাও, ভয় কি।

মহিলা ১। তা আমি কখন যেতে পারিব না।

কেশব। তবে তোমরা চাও কি?

মহিলা ২। কেন, আপনারা সঙ্গে চলুন।

কেশব। আমরা সঙ্গে যাবো তবে যাইবে, এরূপ যাইবার বাধা তোমাদের কবে আছে? পল্লি গ্রামের মেয়েরা পাড়ায়২ আপনারা২ ভ্রমণ করে, তীর্থ পর্য্যটনের নিমিত্ত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে, আপনাদের পরিচিত সসম্পর্কিয় লোক দিগের সহিত আলাপ করে। তবে ইহারা প্রায় গ্রামান্তরে যায় না, কিন্তু পদব্রজে গ্রামান্তরে যাওয়ার রীতি কোন সভ্য দেশে নাই! কোন বিশেষ কারণে যাইতে পারে, সেই রূপ বিশেষ কারণ পড়িলে এ দেশের মহিলারাও যাইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে ঘোড়া গাড়ি আছে, স্ত্রীলোকে ঘোড়ায় চড়িতে পারে আমাদের পুরুষেরাও উহা পারে না, আমাদের দেশে গতায়তের সেই রূপ সুবিধা হইলে স্ত্রীলোকে গ্রামান্তরে যাইতে শিখিবে॥ তবু পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কম তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণ মেয়েদের যাহা আছে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে কি তোমরা পার? এই মাত্র বলিলে যে একা যাইতে ভয় করে, তবে স্বামীর সঙ্গে কি আত্মীয়ের সঙ্গে এদেশের সকল রমণীই ত যাইতে পারে ও যাইয়া থাকে॥ তোমরা চাহ কি?

মহিলা ১ আপনি বসুন আমরা একটা পরামর্শ করিয়া আসি। (সকলের অন্য কুঠরিতে গমন)

১ মহিলা। ভাই আইজ বড় সৌভাগ্যের দিন কেশব বাবু আইজ একটা কিছু না করিয় যাইবেন না, এখন পরামর্শ কি বল দেখি।

২ মহিলা। ভাই এ তোমার আমার কর্ম্ম নয়, মিনসেদের ডাক দাও।

মহিলা ১। তবে তোমার মিনসেটী কে ডাক দাও, তিনি কিছু মড়ল গোছের মানুষ, ও সকলের মধ্যে বুঝালো পুরুষ।

২ মহিলা (স্বামীকে ডাকিলে ও তিনি উপস্থিত হইলে) শুনেছ ত, আমরা চাই কি তা বলে দাও, শীঘ্র বলে দাও, কেশব বাবু বসে আছেন।

—বাবু। তোমরা চাও কি আমি তা কেমন করিয়া বলব? আচ্ছা তোমরাই কেন একটু বসিয়া ভাবনা কি হইলে তোমরা সন্তুষ্ট হও, আমি পরে বলিব।

মহিলা ১॥ (মনে মনে) আমি চাই কি, আমার একটী সান্তান হইলে যত খুশি হই তত আর কিছুতেই নয়, কিন্তু আমাদের এসব চিন্তা করা কি উচিত? মাথা মুণ্ড কিছুই মনে আসে না, ছেলের কথাই মনে আসে।

মহিলা ২ (মনে মনে) আমি চাই কি, ওরে মন বলরে আমি চাই কি। ভাল একখানা শাটী, গহনা, দূর মন, তুমি ও সব কথা নিয়া আইস কেন, ভাল কথা আন, যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, আবার শাটী, যাউক, আমি আর ভাবিবনা।

মহিলা ৩ (মনে মনে) আমি আবার চাই কি, তাহা নাকি আবার ভাবিতে হবে॥ আমি একটী সুন্দর বর চাই, অল্প বয়েস হবে, বিদ্বান হবে, ধার্ম্মিক হবে, আমাকে সে ভাল বাসিবে আমি তাহাকে ভাল বাসিব, তাহার পরে স্বাধীনতা আর মাধীনতা, কিন্তু ইহাত আর ফুটে বলা যায় না॥

—বাবু। হইয়াছে, সকলে এক একটা স্থির করিয়াছ?

সকলে। না আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, আপনিই বলুন।

—বাবু। তোমরা কেশব বাবুকে বল যেয়ে তিনি তোমাদের কারাবদ্ধ দুঃখিনী ভগিনী গণের দুঃখ মোচন করেন॥

মহিলা ১। তাহা বলিয়াছি, তিনি বলিলেন যে কারারুদ্ধ কাহাকে বলে।

—বাবু॥ তোমরা বলিও যে কারাগারে রুদ্ধ যাহারা থাকে॥

মহিলা ১॥ তাহা বলিয়াছি, তিনি বলেন তিনি বুঝিতে পারিলেন না॥

—বাবু। কেশব বাবু বলিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কেশব বাবু বলিলেন?

মহিলা ১। হাঁ॥

—বাবু॥ তবে—তবে—তবে একথাটা কেমন হচ্চে, এক কাজ করা যাউক, প্রচারক মহাশয় দিগের এক জনকে ডাকা যাউক॥

মহিলা ২॥ আর একটা কথা আছে, কেশব বাবুর কথা শুনিয়া আমার আর একটা সন্দেহ হইয়াছে, আমরা কি সত্যি দুঃখিনী?

—বাবু॥ তাহার আর সন্দেহ কি॥

মহিলা ২॥ তুমি ত তাই বল, কাজেই আমিও বলি, কিন্তু আমি ত তা টের পাই না॥

—বাবু॥ টের পাও না, অবশ্য টের পাও॥

মহিলা ২॥ না আমি কত চেষ্টা করি, কিন্তু তবু আমার মনে দুঃখ আইসে না॥

—বাবু। আসে বই কি, তা তুমি টের পাও না॥

মহিলা ২॥ দুঃখ আসিবে কি, আমার দেখি সর্ব্বদাই আনন্দ (কানে কানে) তুমি যখন আমার নিকটে থাক তখন দুঃখ আসিবে কি করিয়া॥

—বাবু। তবু দুঃখ হয়॥

ম ২॥ হয় না তা করিব কি॥

—বাবু॥ অবশ্য হয়॥

ম ২॥ কখন হয় না॥

—বাবু॥ অবশ্য হয়॥

ম ২॥ কখন হয় না॥

—বাবু॥ না হয় তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মই মিথ্যা॥

ম ২॥ ইহা বলিলে নাচার, কিন্তু আমার দুঃখ হয় না, তা তোমার কথায় বলিব হয়॥

—বাবু॥ দুঃখ হয় না!

ম ২॥ না

—বাবু॥ রাখো বাজি॥

ম ২॥ আচ্ছা রাখো বাজি॥

—বাবু॥ (৩ মহিলার প্রতি) তুমি প্রচারক মহাশয়কে ডেকে আনো দিকি তিনি ইহার শালিসি করিবেন, যদি তুমি হারো—

ম ২॥ আমি তাহার কথা শুনি না॥

—বাবু॥ কি! তুমি হলে কি, আচ্ছা চল স্বয়ং কেশব বাবুর কাছে যাই॥

হাইকোর্টের নজীর।

মাল সংক্রান্ত।

—যে স্থলে সাক্ষিরা সমন দিলেও হাজির না হয় সে স্থলে পক্ষগণের বক্তৃতা দ্বারা আদালতে জানান কর্ত্তব্য তাহা হইলে আদালত সেই সাক্ষিগণকে হাজির করাইবার কোন উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন॥ যদি দেখান যায় যে, সাক্ষিরা রূপস হইতেছে কিম্বা ধরা দিতেছে না, তাহা হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৬৮ ধারাক্রমে আদালত ক্রোক বাহির করিতেও পারিবেন॥ তেরো উঃ রিঃ ৩২৪ পৃষ্ঠা॥

—এক জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মাল-আদালত বাদীকে আংশিক প্রতিকার দিতে পারিলেও যে দেওয়ানী আদালত তাহাকে বাস্তব প্রতিকার দিতে সক্ষম হইবেন তাহাতে মোকদ্দমা রুজু করাতে বাদীর ন্যায্য কার্য্য হইল॥ তেরো উঃ রিঃ ৩৩১ পৃষ্ঠা॥

—চাকর স্বরূপে বারো বৎসর ভোগ থাকিলে ১৮৫৯ সালের দশ আইনের ৬ ধারাক্রমে ভোগাধিকারের সৃষ্টি করে না, সেই কালে খাজানা দেওয়া দখান আবশ্যক॥ তেরো উঃ রিঃ ৩৩৩ পৃষ্ঠা॥

—যে স্থলে কোন প্রজা ভুস্বামীর নামে দখল ও ওয়াশীলাতের নিমিত্ত নালিশ করিয়া সেই ভুস্বামী ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিকেও প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে, সে স্থলে ১৮৫৯ সালের দশ আইন মতে নালিশ রুজু করা যাইতে পারে না॥ তেরো উঃ রিঃ ৩৩৪ পৃষ্ঠা॥

—যদি এক কালেকটরি হইতে অপর কালেকটরিতে কোন হকুক খারিজ হইলে পর, সেই হকুকদার নোটিস পাইয়াও সাবেক কালেকটরিতে রাজস্ব দাখিল করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ রূপ টাকা দিবার নিমিত্ত সে মজুরা পাইবে না॥ আর যদি নোটিস পাইবার অগ্রে সে ব্যক্তি খাজানা দিয়া দাখিলা পাইয়া থাকে, তবে গবর্নমেনটের বিরুদ্ধে সেই দাখিলাই ছাড় সিদ্ধ হইবে॥

রাজস্ব বাকী থাকে নাই বলিয়া ১৮৫৯ সালের এগার আইন মতে এক নীলাম রদ করিবার মোকদ্দমা, পূর্ব্বে কমিসানরের নিকট আপীল না করিলেও, দেওয়ানী আদালতে রুজু করা যাইবে॥ তেরো উঃ রিঃ ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

—প্রতিবাদী যে বর্ণনাপত্র লিখিয়া দেয় তাহা তজদিক করা আবশ্যক, কিন্তু বিনা তজদিকে নথিভুক্ত করিয়া লইলে তাহার এজহার গুলির খবর লইতে হইবে ও তদনুসারে ইসু ধরিতেও হইবে॥

যে স্থলে প্রতিবাদী গণকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া খাজানার দরুন কোন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়, সে স্থলে প্রতিবাদীগণ মাল আদালতে দখলের নিমিত্ত এক নালিশ রুজু করিতে পারিবে না॥ তেরো উঃ রিঃ ৩৪২ পৃষ্ঠা॥

—পাশ্ববর্ত্তি স্থানের সম শ্রেণীর রাইয়তেরা সেই প্রকার ও সেই লাভ-জনক ভুমির দরুন যে প্রচলিত হারে খাজানা দিতেছে তদপেক্ষা কম হারে প্রতিবাদী ভোগ করিতেছে বলিয়া জমানেসস্তের মোকদ্দমাতে অধিকাংশ রাইয়ৎ সেই হারে খাজানা দেয়, ইহা দেখাইয়া তিন জন পাটওয়ারি যে জবাবন্দির কাগজ দাখিল করে তাহাতে সেই প্রচলিত হার সপ্রমাণ করিবে॥ তেরো উঃ রিঃ ৩৪৬ পৃষ্ঠা॥

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালী।

পিলজঙ্গ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে, মাসিক বেতন ৬০ টাকা॥ যাঁহারা বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ও শিক্ষা কার্য্যের প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহাদের আবেদন সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইবেন॥ আগামী ১৫ ডিসেম্বর মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট আবেদন করিতে হইবেক॥

মহকুমা বাগহাট } শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার
২৯ নবেম্বর ১৮৭০ } সম্পাদক

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকট অবধৌতিক কএক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত আছে যাহার আবশ্যক হইবে তিনি নীচের তালিকা অনুযায়ী ঔষধের মুল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ঔষধ কএকটী আমার পরীক্ষিত, রোগ না আরোগ্য হইলে মূল্য ফেরত দিব।

সামান্য পেটের পীড়া হইতে পূরাতন গৃহিণ রোগের ঔষধ ১ ফাইল	৪ টাকা
বাত রোগের তৈল ১ বোতল	৬ টাকা
প্রদর রোগের ঔষধ শিশি	১৸৹ টাকা
অর্শের পীড়ার ঔষধ ১ ছোট শিশি	২ টাকা
সর্প দংশনের ঔষধ এক শিশি	১ টাকা
প্রমেহর পীড়ার তৈল ১ বোতল	৩ টাকা

শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত কবিরাজ
শান্তিপুর।

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।
শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে ধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারনের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টারি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মুল্য।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফ এনগ্রেবার ১নং বাটি, পটোটোলা পটল ডাঙ্গা, কলিকাতা॥ অতি অল্পমুল্যে এবং পরিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন

সংঙ্গীত শাস্ত্র॥ প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপ্রদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতার সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি এণ্ডব্রাদারের লাইব্রেরিতে, ও এখানে প্রাপ্তব্য মুল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ১৫ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ২০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন॥

শ্রীনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

এই পত্রিকার মুল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষের নিকট পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মুল্যের টিকিট না পাঠান।

বারিং কি ইন্‌সাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৩	১৸৹
ত্রৈমাসিক	২	৸৹
প্রত্যেক সংখ্যা	।৵৹	৴

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষান্মাসিক	৪৸৹	১৸৹
ত্রৈমাসিক	২	৸৹

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৶
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত॥

256